بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৩ শ্রাবণ ১৪৩৩
২৮ জুলাই ২০২৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযোগ্য মর্যাদায় 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২৬' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'চলুন সহজভাবে বুঝি' (Let's Break It Down) হেপাটাইটিস সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

হেপাটাইটিস একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য সমস্যা। ভাইরাসজনিত এ সংক্রমণের কারণে প্রতিবছর অনেক মানুষ লিভার সিরোসিস, ক্যান্সারসহ লিভারের বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যসম্মত, বিশুদ্ধ ও জীবাণুমুক্ত খাবার ও পানি গ্রহণ, নিয়মিত পরীক্ষা, টিকাদান ও সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ এবং অনিরাপদ রক্ত সঞ্চালন ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধের মাধ্যমে হেপাটাইটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ—সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং নিরাপদ স্বাস্থ্যচর্চা গড়ে তুলতে হবে।

বর্তমান সরকার সবার জন্য সহজলভ্য ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইলেকট্রনিক হেলথ (ই-হেলথ) কার্ড চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি)-এর মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল রোগের দ্রুত ও উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিতের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিরাপদ টিকাদান, নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন, বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হচ্ছে। এ সকল উদ্যোগ হেপাটাইটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০৩০ সালের মধ্যে ভাইরাল হেপাটাইটিস সম্পূর্ণরূপে নির্মূলের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী, স্বাস্থ্যকর্মী, গবেষক, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি জনগণের সচেতন ভূমিকা পালন আবশ্যক। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা হেপাটাইটিস নির্মূলে সক্ষম হবো, গড়ে তুলব একটি সুস্থ ও নিরাপদ বাংলাদেশ।

আমি 'বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মোঃ সাহাবুদ্দিন